দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন

আবু আবদুল্লা

যতই দিন যাচ্ছে ততই ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। স্টার মার্কপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের ঈপ্সিত কোর্সে ভর্তি হতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এখন তুঙ্গে, কে কার আগে যাবে? সচ্ছল পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট শিক্ষকের শরণাপন্ন হচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে তারা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করে 'স্যার', অমুক বিষয়ে কে ভাল শিক্ষক? কিন্তু আমি সাধারণ অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগী যা একজন ভাল শিক্ষকের গুণ নয়।

শিক্ষার্থীর গণিতের সিলেবাস ব্যাপক, তা এক রাতে সব অংক রিভিশন দেয়া সম্ভব নয়— এই যুক্তিতে যে প্রশ্নগুলো নিশ্চিতভাবে পরীক্ষায় আসবে সেগুলো চিহ্নিত করে দেবার আবদার করে। এ প্রসংঙ্গে তারা আরো উল্লেখ করে যে, কোন কোন বিষয়ের শিক্ষকরা না-কি এতই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, ২০টা প্রশ্ন দাগিয়ে দিলে পরীক্ষায় কমপক্ষে ১৭/১৮টি প্রশ্ন আসে। গণিতে এরূপ দাগিয়ে দেবার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ছাত্রদের অনুরূপ আবদারের অনুকূলে নয়। বরং তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমি অনেকটা শঙ্কিত। আমাদের প্রত্যাশা মেধা তালিকায় নাম থাকবে এরূপ কয়েকজন ছাত্রকে পরীক্ষা হলে গম্ভীর দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, জনৈক শিক্ষক প্রদত্ত সাজেশনের ৪০টি প্রশ্ন হতে না-কি একটি প্রশ্নও পরীক্ষায় আসেনি। শুনেত আমি থ হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক তবে কি তার অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্ভাবনাময় এ কয়েকটি শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট করে দিলেন? তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ হলে অবশ্য আমার মনে এরূপ ভাবের উদ্রেক হতো না। কারণ ঐ ধরনের কলেজে পর্যবেক্ষকদের সদয় আচরণ পাবার আশায় সুযোগ সন্ধানী পরীক্ষার্থীরা প্রতিদিনই প্রশ্ন কঠিন হয়েছে বলে অভিযোগ করে। বাস্তবে তাদের কাছে প্রশ্ন কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, তারাতো আসে পরীক্ষার হলে বিনা পুঁজিতে, চতুর্মুখী সহানুভূতি পাবার আশায়। পর্যবেক্ষক কর্তৃক এ ব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত হলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে শিক্ষকরা এ ব্যাপারে তাঁদের সহায়তা দান করে, অভিযুক্ত ছাত্রকে মানবতার জিকির তোলে মুক্তির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলে তারাই হয়ে উঠে জনপ্রিয়। তাদের বদলীর সরকারী আদেশকে ঠেকাতেও দেখা গেছে ছাত্রদের দুর্বার আন্দোলন।

ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে আমি সাধারণতঃ বলি— কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তা আমি বলতে পারব না বরং কে ভাল সহকর্মী তা বলে দিতে পারি। সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করা দুরূহ ব্যাপার। বর্তমানে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের যে পন্থা অবলম্বিত হচ্ছে তাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন না বলে বরং শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ বা শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচন বলা চলে। বর্তমান শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন কমিটির প্রধান, নিযুক্ত হোন ডেপুটি কমিশনার।

চলবে